

জাতীয় ভিটামিন 'এ' সপ্তাহ

আগামী ২৮শে জুন থেকে
৬ই জুলাই '৯৯



জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,



সপ্তাহ ১৯৯৯

ভিটামিন-এ রাতকানা প্রতিরোধ করে
এবং শিশু রোগ ও শিশু মৃত্যুর হার কমায়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আট মিউজিয়াম

Fourth National Vitamin 'A' Week : Some Past Issues and Solutions

Dr. A. M. Zakir Hussain.

Director, IEDCR and
Co-ordinator, 4th National Vitamin 'A' Week.

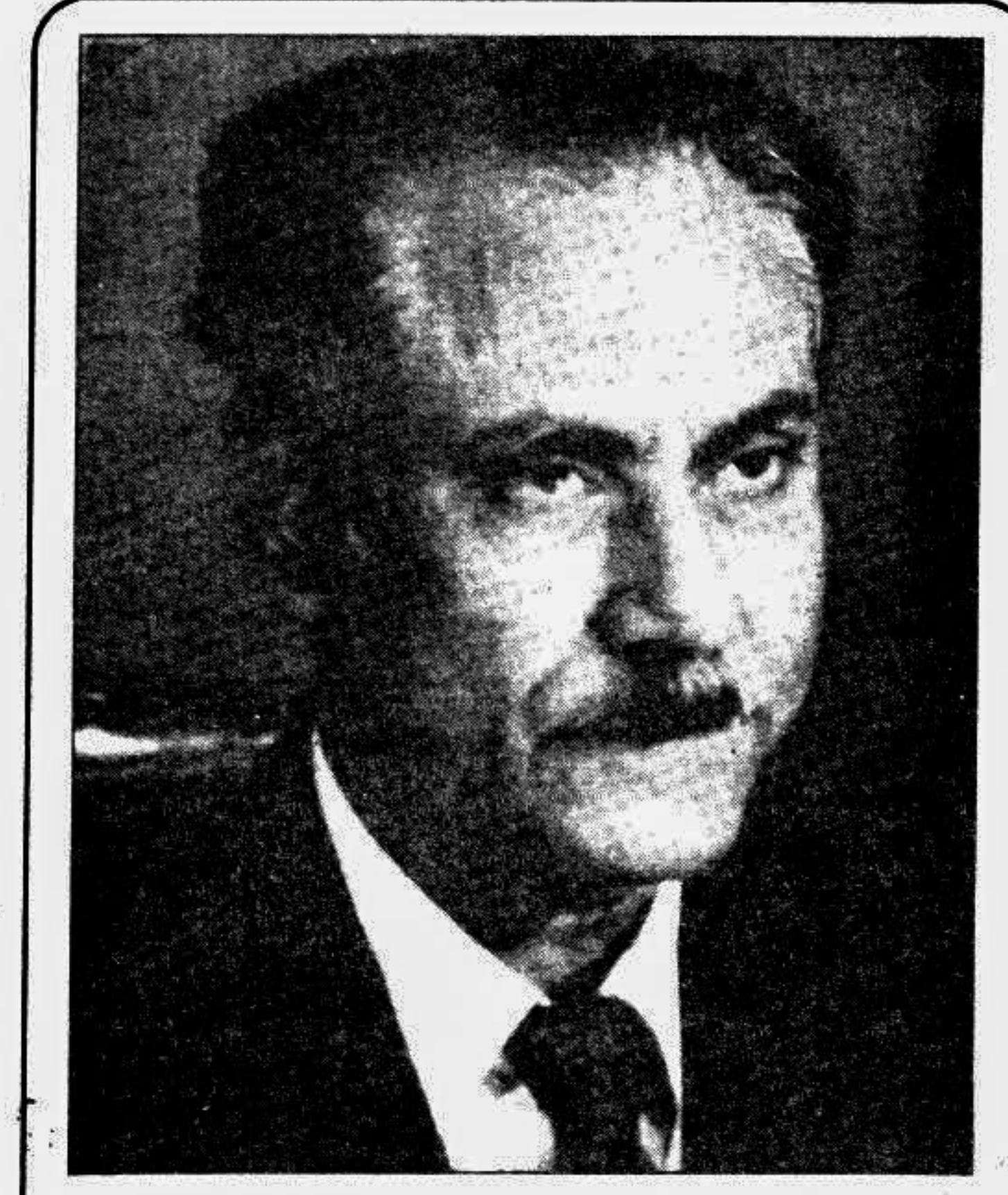
Introduction :

Vitamin 'A' is necessary for eye sight. This fact is more or less known now. What is less known is that vitamin A is necessary for the intactness of the body surface of human both internally and externally, i.e., skin outside and mucosal membrane of the gastro-intestinal, respiratory and genito-urinary tracts internally. So deficiency of vitamin A may make all these surfaces vulnerable to the onslaught of other disease causing organisms. That is why it has been found that the mortality rate among the under five years old children is 23% more when they have vitamin 'A' deficiency. During pregnancy, due to stress, mild vitamin 'A' deficiency among the pregnant women may become evident. It has also been found that the mortality rate among them is less when they are not vitamin 'A' deficient. Severity of diarrhoea, pneumonia, measles etc. was found to be less in those who do not suffer from vitamin 'A' deficiency.

Fortunately vitamin 'A' is found in abundance around us, in the nature. Green leafy vegetables such as "Kochu Shak" green Peppes, spinach of different kinds and coloured fruits and vegetable such as papaya, jack fruit, carrots, banana, mango, pumpkin etc. are very rich sources of vitamin 'A'.

Bangladesh government spends considerable amount of money every year for purchasing vitamin 'A' capsules from the international market despite the abundance of this vitamin in the nature. Also, too much consumption of vitamin 'A' in a concentrated form like the capsules is deleterious for health. For example, it may raise intracranial pressure (in the brain) which may affect a child's nervous system, it may make the bones fragile, may cause hair loss and kidney failure since excess amount of vitamin 'A' is deposited in these organs. Consumption of natural vitamin 'A' is free from these dangers. Consumption of these 200,000 unit vitamin 'A' capsules 4 months apart also is free from these problems.

Government provides these capsules to one to five years old children every six months and to those women who have given birth



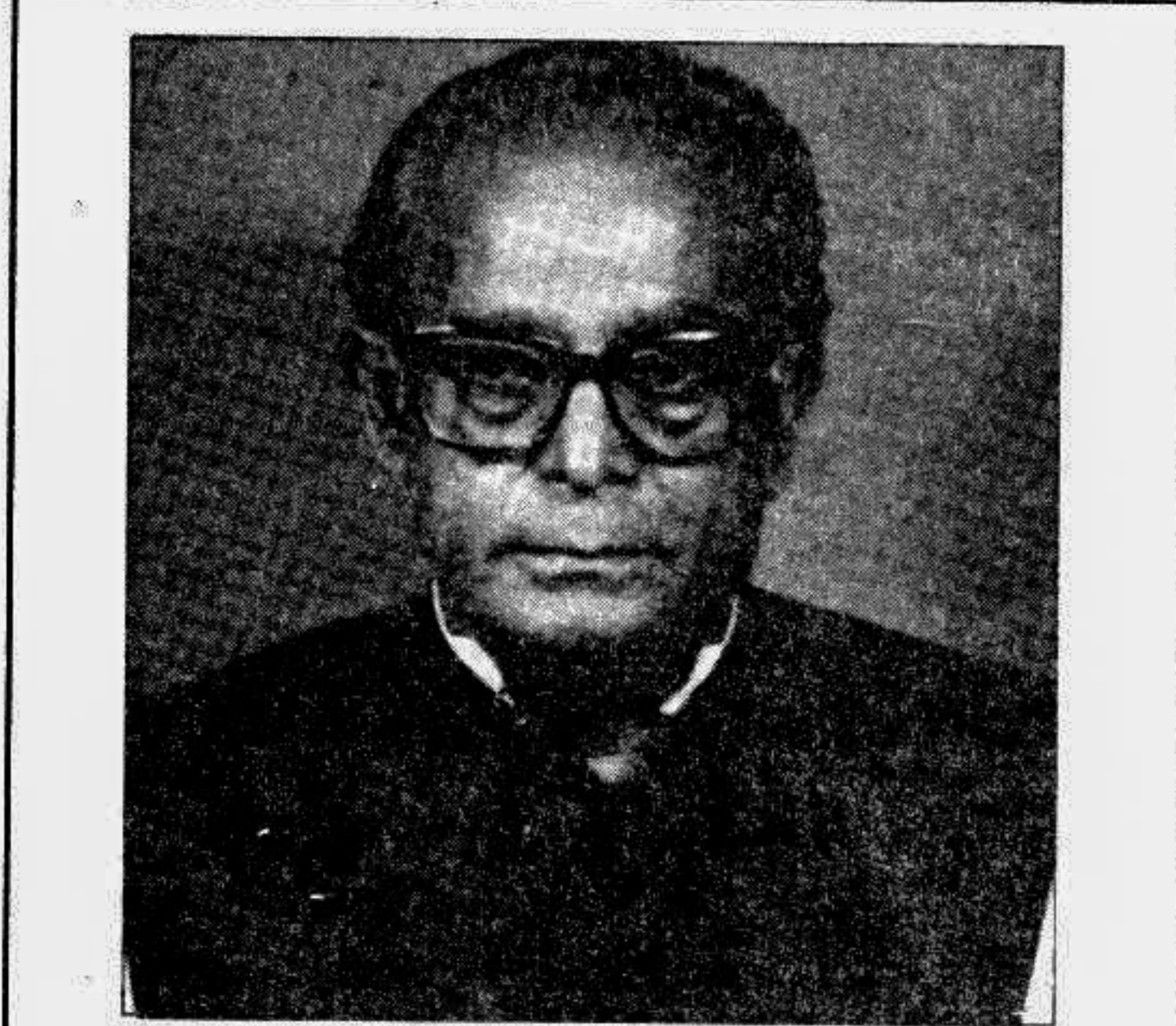
বাণী

ভিটামিন 'এ' অভাবজনিত সমস্যার ব্যাপকতা অনুধাবন করে চতুর্থ বারের মত জাতীয় ভিটামিন 'এ' সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সারাদেশে ১ থেকে ৫ বছরের প্রত্যেক শিশুকে ও সদ্য প্রসবকারিণী মাকে একটি করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো এবং একই সময়ে লৌহ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। এসব কর্মসূচী সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

আমি জাতীয় ভিটামিন 'এ' সপ্তাহের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ



বাণী

ভিটামিন এ শিশুকে রাতকানা ও অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করে। সেই সাথে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শিশু মৃত্যুর হারও উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে আনে। এই পটভূমিতে আগামী ২৮শে জুন হতে ৬ই জুলাই '৯৯ইং (বাং ১৪ই আষাঢ় হতে ২২শে আষাঢ়, ১৪০৬) পর্যন্ত সারা দেশ ব্যাপী জাতীয় ভিটামিন এ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে লৌহের অভাবজনিত রক্তশূন্যতাও একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। এই দেশে গর্ভকালে শতকরা ৭৭জন মা রক্তশূন্যতায় ভুগেন। প্রসবকালীন মৃত্যুর শতকরা ২৫ ভাগ লৌহের অভাবজনিত কারণে ঘটে। প্রসবকালীন মায়ের মৃত্যুরোধ করার জন্য লৌহের অভাবজনিত রক্তশূন্যতার ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মায়ের মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা সম্ভব।

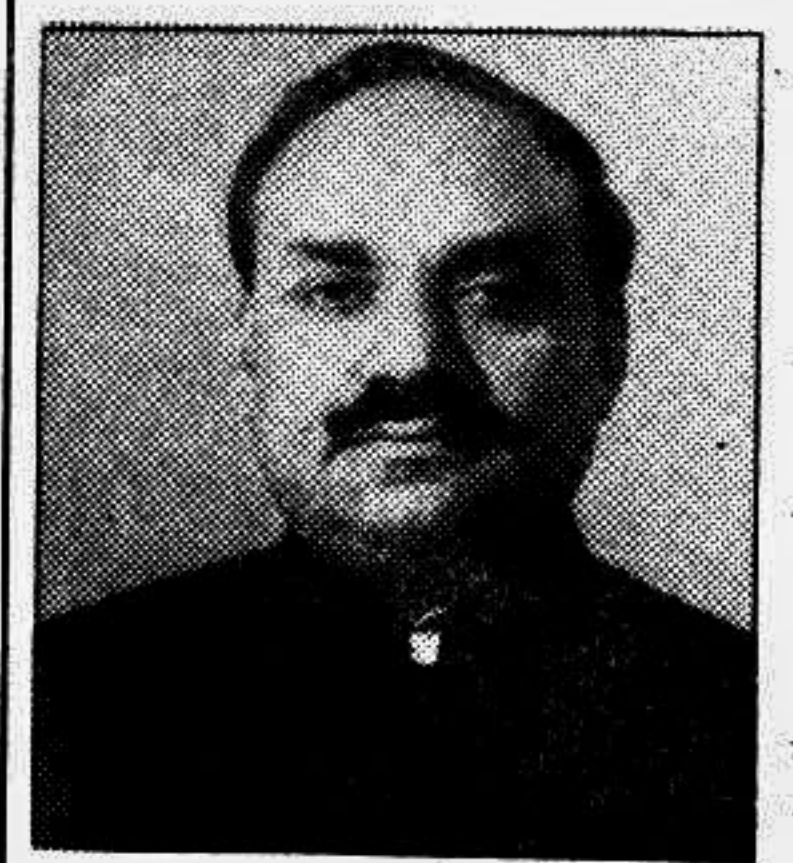
আসন্ন জাতীয় ভিটামিন এ সপ্তাহ '৯৯ইং-এর মর্মবাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমেই এই সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। এই লক্ষ্যে সমাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। এই প্রত্যাশাই করি।

জাতীয় ভিটামিন এ সপ্তাহ সার্থক হোক আমি আন্তরিকভাবে এই কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(আলহাজ্ব সালাহ উদ্দিন ইউসুফ)
মন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

২০০০ সালের মধ্যে ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত সমস্যা নির্মূল করার জাতীয় অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতেই আগামী ২৮শে জুন হতে ৬ই জুলাই '৯৯খৃঃ (বাং ১৪ই আষাঢ় হতে ২২শে আষাঢ়, ১৪০৬) পর্যন্ত পালিত হচ্ছে জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ '৯৯খৃঃ।

ভিটামিন-এ শুধু যে শিশুদের অন্ধত্বের মত ভয়াবহ রোগ থেকেই রক্ষা করে তা নয়, সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভিটামিন-এ শিশুদের হাম, ডায়রিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন সংক্রমক রোগের জটিলতা কমিয়ে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করে। লৌহের অভাবজনিত রক্তশূন্যতা আমাদের দেশে আরেকটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। মায়ের প্রসবকালীন মৃত্যুর শতকরা ২৫ ভাগ মৃত্যুর কারণ হিসাবে রক্তশূন্যতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই লক্ষ্যেই আসন্ন ভিটামিন-এ সপ্তাহে লৌহের অভাবজনিত রক্তশূন্যতার প্রতিরোধকল্পে আরও ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হবে। এ সপ্তাহটির সফল বাস্তবায়নে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিয়োজিত সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে যথাযথ ভূমিকা পালন করার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

"জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ '৯৯খৃঃ (বাং ১৪০৬)" শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে এই প্রত্যাশা নিয়ে উল্লেখিত সপ্তাহের সাফল্য কামনা করছি।

(অধ্যাপক ডাঃ এম. আমানউল্লাহ)
প্রতিমন্ত্রী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

within last two weeks. (If given beyond two weeks and if the woman is pregnant again then the child she will bear may have every probability of suffering from malignancy). Peripheral health workers in the villages administer these capsules in the EPI outreach sites.

Issues :

Introduction of vitamin 'A' at 6 weeks of the age of a child and repetition of the same at every 4 weeks with EPI was found to cause some bulging of a few infants in Bangladesh. Children up to 6 years of age were given vitamin 'A' in the past whereas children under 5 were found to be the most vulnerable. Giving vitamin 'A' to those who do not need them, as has been noted above, is fraught with danger and it also drains government fund unnecessarily. We expect that our children should be going to school by the age of 6 years. So why wait until a child enters school and run after this splintered group to the school.

In the past our strategy was to deliver vitamin 'A' to the mothers during the home visits of our workers. This strate-

gy found that less than only 50% targeted children in fact ate vitamin 'A' capsule. These vitamin 'A' were being given since 1972 every six months during April-May and October-November. Since the beginning of NIDS Vitamin 'A' capsules are now given once during NID with the EPI vaccines and through vitamin 'A' week after 6 months. Not through home visits but at EPI sites with the help of local NGOs.

It was found that coverage is usually better during NIDs than the vitamin 'A' week. This is despite the fact that vitamin 'A' is much easier to carry, store, maintain and administer. The reason is that community mobilization is better during NIDs. It has been found that among those who did not take their children to EPI centre for vitamin 'A' 50% were unaware of the location and timing of vitamin 'A'. Another 6 to 10 percent were late in going to these centres. It was seen that 75% of those who heard about vitamin 'A' week heard it from health and family planning workers. Neighbours mosques and NGOs were other sources. It can be expected therefore that if awareness can be built

up and care takers may be given some support and encouragement vitamin 'A' coverage may shoot up well above 90%.

Solutions :

As has been stated above awareness about what is the benefit of vitamin 'A', what will be the problems if there is deficiency of vitamin 'A' individually, socially and nationally and what are the cheaper sources of vitamin 'A' is important. The location and timing of vitamin 'A' administration should be known by the local inhabitants. Miking through local mosques, NGO workers, other inter-sectoral workers such as Ansar and VDP, Mother's club members, school teachers, local youth clubs may be useful in this regard. Their help must be sought. Community opinion leaders should be contacted by local health and family planning workers. Every responsible member of the household, neighbours and older siblings (through schools) should be informed and urged to help children aged one to five years so that they can feed on vitamin 'A' timely. It is expected that our laborious and committed workers will attend their cen-



বাণী

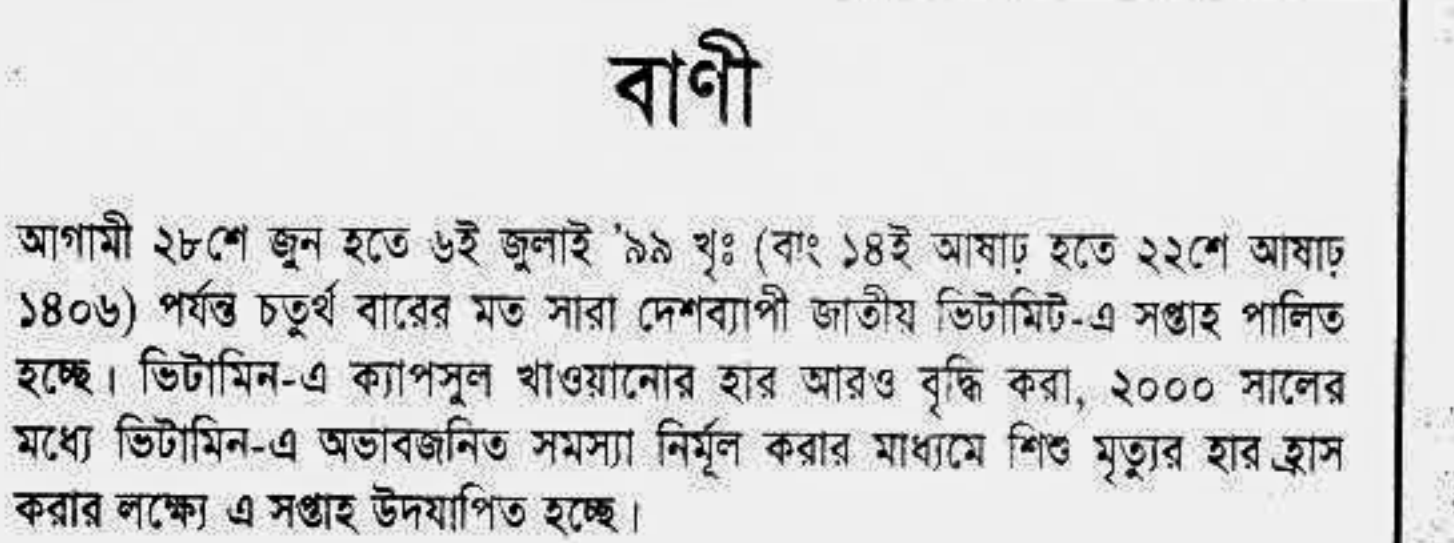
বাংলাদেশে চতুর্থবারের মত জাতীয় ভিটামিন 'এ' সপ্তাহ ১৯৯৯ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত অসুস্থতা বাংলাদেশের একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। আশাকরি ভিটামিন 'এ' সপ্তাহ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি ২০০০ সালের মধ্যে এ সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। এ কর্মসূচি সফল করতে অভিভাবক এবং মাদের নিজ শিশুদের ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সপ্তাহব্যাপী এ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় ভিটামিন 'এ' সপ্তাহ (২৮ জুন-০৬ জুলাই ১৯৯৯, ১৪-২২ আষাঢ় ১৪০৬) পালন কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

আগামী ২৮শে জুন হতে ৬ই জুলাই '৯৯ খৃঃ (বাং ১৪ই আষাঢ় হতে ২২শে আষাঢ় ১৪০৬) পর্যন্ত চতুর্থ বারের মত সারা দেশব্যাপী জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর হার আরও বৃদ্ধি করা, ২০০০ সালের মধ্যে ভিটামিন-এ অভাবজনিত সমস্যা নির্মূল করার মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করার লক্ষ্যে এ সপ্তাহ উদযাপিত হচ্ছে।

ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত সমস্যা একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশে শতকরা ৭৭ জন মা গর্ভকালে রক্তশূন্যতার (লৌহের অভাবজনিত) শিকার। প্রসবকালে মায়ের মৃত্যু রোধকল্পে এ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় ভিটামিন-এ সপ্তাহে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হবে। ভিটামিন-এর অভাবে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু রাতকানায় আক্রান্ত হচ্ছে ও অন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। ভিটামিন-এর অভাবজনিত অন্ধত্ব প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনস্থ জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। বাদ্যাস পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচার কার্যক্রমের পাশাপাশি ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা এবং এর প্রমাণিত সফল এই উদ্যোগ গ্রহণের প্রধান কারণ। এ কর্মসূচীর আওতায় এ সপ্তাহে ১-৫ বছরের সকল শিশুকে টিকাদান কেন্দ্রে এনে একটি করে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। স্বপ্ন রাখা যেতে পারে যে, জাতীয় টিকাদান দিবসের বাৎসরিক কার্যক্রমের আওতায় টিকা দানের সাথে একটি করে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। শিশুদের বৎসরে ২টি ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হলে এর অভাবজনিত রোগ থেকে তাদের মুক্ত করা সম্ভব, সে কারণেই এ কর্মসূচীর পূর্ণ সফলতার করতে সকল পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক তথ্য প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এর জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী সর্বোপরি তৃণমূল পর্যায়ের মাঠকর্মীদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার জন্য অনুরোধ করছি। এ কর্মসূচীতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সমাজ সচেতন সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করি।

(এম, এম, বেজা)
সচিব

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

from 9 A.M. to 2 P. M. and after taking lunch will make home visits of drop outs to feed them vitamin 'A'. Although we do not encourage this strategy but for some unavoidable reasons care takers some times may not be able to visit vitamin 'A' centres. So as a last resort those drop outs will also have to be covered. We have seen that by abandoning distribution (not feeding) of vitamin 'A' during home visits and by feeding vitamin 'A' in EPI centres vitamin 'A' coverage has more than doubled since 1994.

Field supervisors have been given new check lists and record forms, field workers have also been given new recording and reporting forms for the vitamin 'A' week. It is expected that their use will be meticulous. These reports are neces-

sary for working out the need of vitamin 'A' accurately. It may be noted that present need is projected from BBS data.

Conclusion:

We have come a long way since 1972. Even in 1982-83 the night blindness rate among under five years old children was 3.76% as whereas a recent independent study of 1997 puts this figure at 0.6% to 0.8%. According to WHO definition nightblindness is no more a public health problem in Bangladesh. Whereas at one time we used to have 30,000 children going nightblind every year it would be less than 12,000 now despite the fact that the number of the under 5 children has increased considerably now in comparison to those of

1972. All this happened because of the dedicated labour of our poorly salaried field workers. Hats off to them and three cheers for them.

Although we have covered enough ground the final battle is still on. We have to eliminate vitamin 'A' deficiency by 2000 A.D. This is our commitment to the nation. We will not rest until not a single of our children go nightblind or permanently blind due to on avoidable cause vitamin 'A' deficiency. This we can do by building awareness, seeking help of our partners in this pursuit and changing life style of the people, i.e., by increasing intake of natural sources of vitamin 'A'.

COURTESY : IOCH / USAID